প্রথম আলো

প্রকাশ: রবিবার, ০৩ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০১

রিজার্ভের অর্থ ফেরতের মামলা নিউইয়র্কের আদালতে চলবে

গত ২৯ ফেব্রুয়ারির সিদ্ধান্তে নিউইয়র্কের সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, তিনটি কজ অব অ্যাকশনের আইনি ভিত্তি নেই।

প্রথম আলো ডেস্ক

রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক, নিউইয়র্কের একটি আদালত সেই মামলা চালিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলায় সারবস্তু আছে বলে মনে করছেন নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে আরসিবিসি পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। ফিলিপাইনের স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা এক পত্রে আরসিবিসি বলেছে, গত ২৯ ফেব্রুয়ারি তারা আদালতের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেছে। ফিলিপাইনের গণমাধ্যম এনকোয়ারার ডট নেট এ খবর জানিয়েছে। ওই খবরে আরও বলা হয়েছে, বিবাদীদের বিরুদ্ধে আনা কয়েকটি অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরি হয়েছিল ২০১৬ সালে। চুরি করা অর্থের বড় অংশ ফিলিপাইনে আরসিবিসির জুপিটার স্ট্রিট শাখায় জমা দেওয়া হয়। পরে ওই অর্থ আবার তুলে নিয়ে স্থানীয় ক্যাসিনো বা জুয়ার আসরে পাঠানো হয়। রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ২৭ মে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে এই মামলা করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি

২৯ ফেব্রুয়ারির সিদ্ধান্তে নিউইয়র্ক রাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, তিনটি 'কজ অব অ্যাকশনের' আইনি ভিত্তি নেই। আরসিবিসি ব্যাংক ও সব বিবাদীর বিরুদ্ধে অর্থ রূপান্তর, চুরি, আত্মসাৎ—এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা বা প্ররোচনা, জালিয়াতি, জালিয়াতিতে সহায়তা বা প্ররোচনা—এসব অভিযোগ খারিজ করে দেন আদালত। এ ছাড়া ব্যক্তিগত এখতিয়ার না থাকায় আরও চারজন বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা বাতিল করে দিয়েছেন আদালত। আরসিবিসির সঙ্গে জড়িত এই চার ব্যক্তি হলেন ইসমায়েল রেয়েস, ব্রিজিত ক্যাপিনা, রোমুয়ালদো আগারাদো ও নেস্তর পিনেদা।

তবে নিউইয়র্কের আদালত জানিয়েছেন, আরসিবিসি ও অন্যান্য বিবাদীর বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগে মামলা চলতে পারে, যেমন যে অর্থ আরসিবিসিতে গেছে, তা ফেরত দেওয়া। এ বিষয়ে আরসিবিসি জানিয়েছে, আদালতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে কি না, তা ভেবে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আসামি করে মামলাটি করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। তাদের বিরুদ্ধে অর্থ রূপান্তর, চুরি, আত্মসাৎ—এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা বা প্ররোচনা, জালিয়াতি, জালিয়াতিতে সহায়তা বা প্ররোচনাসহ বেশ কিছু অভিযোগ আনা হয়।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুইফট ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ৩৫টি ভুয়া বার্তার মাধ্যমে ফেডারেল রিজার্ভের নিউইয়র্ক শাখায় রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে ১০০ কোটি ডলার চুরির চেষ্টা চালায় অপরাধীরা। এর মধ্যে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার সরাতে সক্ষম হয় তারা। এই অর্থের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় যায় ২ কোটি ডলার, যা অবশ্য দ্রুতই উদ্ধার করা হয়। তবে বাকি ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার আরসিবিসি ব্যাংক হয়ে ফিলিপাইনের বিভিন্ন ক্যাসিনোয় ঢুকে যায়। চুরি যাওয়া অর্থের মধ্যে সব মিলিয়ে ৩ কোটি ৪৬ লাখ ডলার উদ্ধার করা হয়েছে; বাকি ৬ কোটি ৬৪ লাখ ডলার এখনো পাওয়া যায়নি।

২০১৯ সালে ফিলিপাইনের আরসিবিসি, দেশটির ক্যাসিনোসহ ১৭ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আর ৩ চীনা নাগরিককে আসামি করে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে প্রথম একটি মামলা করে বাংলাদেশ। অভিযোগে বলা হয়, দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আসামিরা অর্থ চুরি করেছে। তবে মামলার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারের বাইরে—এই যুক্তিতে আরসিবিসিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পাল্টা মামলা করেন। বাংলাদেশের মামলাটি খারিজের আবেদনও করেন তাঁরা। ২০২০ সালের ২০ মার্চ দেওয়া রায়ে বলা হয়, মামলাটি টেকনিক্যাল হওয়ায় তা বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয়নি, যদিও এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা দায়েরের সুযোগ আছে বলেও রায়ে মতামত দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ২৭ মে নিউইয়র্কের কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টে আরেকটি মামলা করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

যা বলছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনজীবী

বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনজীবী আজমালুল হোসেন কেসি প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা টাকা ফেরতের পাশাপাশি জড়িতদের শাস্তি চেয়েছিলাম। এখন শুধু টাকা ফেরতের মামলা চলার বিষয়ে রায় এসেছে। আশা করছি ছয় মাসের মধ্যে শুনানি শুরু হবে। শুনানি শুরু হলে রায় পেতে বেশি দিন লাগবে না।'

প্রথম আলো [পাতা ১২] 03/03/2024

শুল্কমুক্ত বাজার-সুবিধা ঠিক হবে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায়

ডব্লিউটিওর সম্মেলন শেষ সম্মেলন শেষে যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর তিন বছর উত্তরণকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে বিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রয়োগ শিথিল থাকবে।

স্বল্পোন্নত বা এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও উত্তরণকারী দেশগুলো তিন বছর শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাবে। তবে এ সুবিধা যাওয়া ও দেওয়ার বিষয়টি আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশ তথা দ্বিপক্ষীয় আলোচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি ছিল, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, কিন্তু সেটি হয়নি।

এ ছাড়া এলডিসি থেকে উত্তরণের পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই করতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে বলেও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিওর সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া এলডিসি উত্তরণের পর তিন বছর উত্তরণ ঘটানো দেশগুলোর বিরুদ্ধে বিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযত আচরণ করা হবে বলেও সম্মেলনে জানানো হয়েছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

১ মার্চ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ত্রয়োদশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে শেষ হয়েছে। ১ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন শেষ হলেও অমীমাংসিত বিভিন্ন বিষয়ে ২ মার্চ সকাল পর্যন্ত আলোচনা চলেছে। এরপর সম্মেলনের যৌথ ঘোষণা দেওয়া হয়। যদিও যে আশা নিয়ে এই সম্মেলনে শুরু হয়েছিল, যৌথ ঘোষণায় তার খুব একটা প্রতিফলন ঘটেনি। গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত ছাড়াই সম্মেলন শেষ হয়েছে।

সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশ নিজ স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিয়েছে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো এলডিসি থেকে উত্তরণ টেকসই করার লক্ষ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধাসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। এর আগে দোহা কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল, এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় দেশগুলোকে সাহায্য করা হবে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে ১৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে উত্তরণকালীন সহায়তার কথা বলা হয়েছে। এবারের সম্মেলনে এলডিসি থেকে উত্তরণকে টেকসই করতে বাংলাদেশ উত্তরণের পরও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা আরও কিছুদিন অব্যাহত রাখার কথা বলেছে।

এবারের সম্মেলনে বেশ কিছু বিষয়ে ভারতের সঙ্গে উন্নত দেশগুলোর মতানৈক্য হয়েছে। ভারত মনে করছে, ১৯৯৮ সালে ই-কমার্সে শুল্ক আরোপের মুলতবির বিষয়টি এখন তুলে নেওয়া দরকার। ভারতের যুক্তি হলো, এই মুলতবির সিদ্ধান্তের কারণে ই-কমার্সের পণ্য আমদানিতে বিপুল পরিমাণ শুল্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ভারত। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে একমত নয়। ফলে শেষমেশ সিদ্ধান্ত হয়েছে, চতুর্দশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হওয়ার আগপর্যন্ত এই মুলতবি অব্যাহত থাকবে।

এ ছাড়া কৃষি ও মৎস্য খাতে ভারত যেসব দাবি তুলেছিল, সেসব বিষয়ে উন্নত দেশগুলো রাজি হয়নি, বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে কৃষিপণ্য কেনায় তারা যে ভর্তুকি দেয়, তা মোট কৃষি ভর্তুকির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি ছিল ভারতের।

মাছ ধরায় ভর্তুকির বিষয়টি নিয়ে প্রায় দুই দশক ধরে আলোচনা চলছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায়। ভর্তুকির জেরে বাড়তি মাছ ধরা এবং সে জন্য সমুদ্রের ভারসাম্য নষ্টের কথাও বলা হচ্ছিল বারবার। তাই দাবি উঠেছিল, এসব বন্ধ করা হোক। কিন্তু ভারত মৎস্য খাতে আরও ২৫ বছর ভর্তুকি দিতে চায়, এতেও রাজি হয়নি পশ্চিমা দেশগুলো।

এবারের সম্মেলনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কার নিয়েও ঐকমত্য হয়নি। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী একাধিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে নির্বাচন। নির্বাচনের আগে এসব দেশের সরকার এমন কিছু করতে চাইছে না, যা দেশগুলোর ভোটের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। ডব্লিউটিওর ত্রয়োদশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাণিজ্য সহজীকরণ, সেবা বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশগুলো পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করেছে।

বাংলাদেশ থেকে সম্মেলনে অংশ নেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, এবার যেসব বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, সেসব বিষয়ের সমাধানে পৌঁছাতে বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে আলোচনা হবে। সে জন্য এখন বাংলাদেশের উচিত হবে এসব আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এবারের সম্মেলনে অনেক বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও শেষমেশ যে যৌথ ঘোষণা হয়েছে, তা ইতিবাচক। তা না হলে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে যেত।

প্রথম আলো [পাতা ১২] 03/03/2024

গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থান জোর পাবে

এজিডব্লিউইবির অনুষ্ঠান‘একটি গ্রাম, একটি পণ্য’ স্লোগানে গ্রামে তৈরি পণ্যকে দেশে-বিদেশে মূলধারার বাজারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম বলেছেন, সরকার এখন গ্রামভিত্তিক পণ্য ও কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যে ‘একটি গ্রাম, একটি পণ্য’ স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামে তৈরি পণ্যকে দেশে-বিদেশে মূলধারার বাজারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী।

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তৃণমূল নারী উদ্যোক্তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ বিষয়ে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস বাংলাদেশ (এজিডব্লিউইবি)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) সালাহউদ্দিন মাহমুদ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের তৈরি হস্তশিল্প ও খাদ্যসামগ্রীর বাণিজ্য সম্ভাবনা কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সে লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার স্লোগান— ‘একটি গ্রাম, একটি পণ্য’। এর মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক পণ্যকে মূলধারার বাজারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে।

আহসানুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমরা পণ্যের সঙ্গে পণ্যের কারিগরদেরও মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। কোন গ্রাম থেকে কোন কারিগর পণ্যটি তৈরি করল; তা সবার সামনে তুলে ধরা হবে। উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নিতে হলে পণ্য তৈরির কারিগরদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পণ্যের কারিগর ও তৈরির স্থান চিহ্নিত করে তা দেশি-বিদেশি বাজারে পৌঁছে দেওয়া হবে।’

এসএমই ফাউন্ডেশনের এমডি সালাহউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের সক্ষম করে গড়ে তোলা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে বর্তমান চাহিদার আলোকে প্রযুক্তি ব্যবহার, উদ্ভাবন, জ্ঞান বিনিময় ও বিপণন বিষয়ে তাঁদের দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন। এ ছাড়া কটেজ ও মাইক্রো উদ্যোক্তাদের জন্য কর-ভ্যাটের আলাদা নীতিমালা করা প্রয়োজন।

স্বাগত বক্তব্যে এজিডব্লিউইবির সভাপতি মৌসুমী ইসলাম বলেন, সারা বিশ্বেই অর্থনীতি এমএসএমই খাতের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদহার, কাঁচামালের স্বল্পতা প্রভৃতি সংকটের মধ্যেও এসএমই খাত আশা দেখাচ্ছে। তবে এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে নীতি ও ব্যবসায়িক সহযোগিতা প্রয়োজন।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে তিনটি আলাদা অধিবেশন ছিল। এর মধ্যে সকালে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী সদস্য মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে ‘স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশের পথে মূলধারার ব্যাংকিং ও তৃণমূল উদ্যোক্তা’ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার বলেন, দেশে রিজার্ভ বর্তমানে কিছুটা কম রয়েছে। এ জন্য উদ্যোক্তাদের রপ্তানিমুখী হওয়া প্রয়োজন। তবে পণ্যের মানের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শও দেন তিনি।

প্রান্তিক ও নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন নিয়ে সচেতনার অভাব রয়েছে বলে জানান এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম। তিনি বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে বর্তমানে গ্রুপ গ্যারান্টির মতো অনেক সুবিধা রয়েছে। তবে না জানার কারণে উদ্যোক্তারা এসব সুবিধা নিতে পারেন না।

জনতা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. গোলাম মরতুজা বলেন, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে নারী উদ্যোক্তারা সঠিক সময়ে ঋণ নিতে পারেন না। এ ছাড়া মৌসুমি ব্যবসায়ের জন্য অনেকে ঋণ নিতে আসেন। এসব ক্ষেত্রে ঋণের কিস্তি ফেরত পেতে সমস্যা হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের ডিএমডি রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অনেক পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজনে ঋণ নিতে চান। এটা বুঝতে পারলে আমরা এমন ঋণ নিরুৎসাহিত করি।’

সমকাল

প্রকাশ: রবিবার, ০৩ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ০১

আরসিবিসির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা চলবে

বিশেষ প্রতিনিধি

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলা চলবে। যুক্তরাষ্ট্রের আদালত সম্প্রতি এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। এতে করে অর্থ উদ্ধার চেষ্টায় বাংলাদেশ আরেক ধাপ এগিয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনজীবী ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি। আগামী ৬ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত শুনানি হতে পারে বলে তিনি সমকালকে জানিয়েছেন। অর্থ উদ্ধার ও দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তি চেয়ে ২০২০ সালের মে মাসে আরসিবিসিসহ ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট কোর্টে মামলা করে বাংলাদেশ।

এদিকে ফিলিপাইনের পত্রিকা এনকোয়ারারের এক খবরে বলা হয়েছে, ফিলিপাইনের স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা তথ্যে আরসিবিসি জানায়, গত ২৯ ফেব্রুয়ারি তারা আদালতের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেছেন। নিউইয়র্ক কোর্ট বলেছেন, বাংলাদেশের মামলার তিনটি 'কজ অব অ্যাকশনের' আইনি ভিত্তি নেই। যে কারণে আরসিবিসি ব্যাংক ও সব বিবাদীর বিরুদ্ধে অর্থ রূপান্তর, চুরি, আত্মসাৎ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা বা প্ররোচনা, জালিয়াতিতে সহায়তা বা প্ররোচনার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। আরসিবিসি পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

জানতে চাইলে ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি গতকাল সমকালকে বলেন, 'মামলাটি আরসিবিসির বিরুদ্ধে চলবে, যা আমাদের জন্য অনেক বড় খুশির খবর। এর মাধ্যমে অর্থ ফেরত পাওয়ার একটা রাস্তা হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের আদালত কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। সেখানে কী বলা হয়েছে খতিয়ে দেখা হবে। তবে মূলত যে ফলাফল এসেছে, তা হলো আরসিবিসিসহ অন্যদের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের আদালতে মামলাটি চলবে। এটি আমাদের একটা জয়। এর মাধ্যমে অর্থ উদ্ধারে আমরা সক্ষম। অর্থ উদ্ধার প্রক্রিয়া শেষ হতে কতদিন লাগতে পারে - এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, চূড়ান্ত শুনানিতে যেতে আরও অন্তত ৬ মাস লাগবে। তার পর রায় হতে কতদিন লাগবে এখনই বলা যাবে না।

জানা গেছে, নিউইয়র্কের আদালতে চলমান মামলা থেকে ব্লুমবেরি ও ইস্টার্ন হাওয়াই নামের দুটি ক্যাসিনোকে অব্যাহতি দিয়েছেন নিউইয়র্ক কাউন্টি সুপ্রিম কোর্ট। এ ছাড়া ব্যক্তিগত এখতিয়ার না থাকায় আরও চার বিবাদীকে মামলা থেকে খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। তারা হলেন ইসমায়েল রেয়েস, ব্রিজিত ক্যাপিনা, রোমুয়ালদো আগারাদো ও নেস্তর পিনেদা। তবে মূল অভিযুক্ত আরসিবিসিসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে। নিউইয়র্কের আদালত জানিয়েছেন, অন্যান্য বিবাদীর বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগে মামলা চলতে পারে। বিশেষ করে যে অর্থ আরসিবিসিতে গেছে, তা ফেরত দেওয়ার বিষয়ে।

২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে মোট ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। শ্রীলঙ্কায় নেওয়া দুই কোটি ডলার ওই সময়ই ফেরত পায় বাংলাদেশ। আর ফিলিপাইনে নেওয়া ৮ কোটি ১০ লাখ ডলারের মধ্যে দেশটির আদালতের নির্দেশে ক্যাসিনো মালিক কিম অং ২০১৬ সালের নভেম্বরে প্রায় দেড় কোটি ডলার ফেরত দেন। বাকি ৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার উদ্ধারে ফিলিপাইনের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বাংলাদেশের পক্ষে ১২টি মামলা করে। শুরুর দিকে অর্থ ফেরতে দেশটির বিভিন্ন সরকারি সংস্থার জোর তৎপরতা ছিল। পরবর্তী সময়ে তা থেমে যায়। এ রকম অবস্থায় চুরি হওয়া অর্থ ফেরত ও দোষীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রথমে ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটন সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মামলা করে বাংলাদেশ। এতে ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংক, ক্যাসিনো মালিক কিম অংসহ ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত করা হয়। তবে ২০২০ সালের মার্চে এই কোর্ট জানিয়ে দেন, মামলাটি তাদের এখতিয়ারাধীন নয়। ওই বছরের ২৭ মে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট কোর্টে মামলার আবেদন করা হয়।

অর্থ উদ্ধার ও দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তি চেয়ে আরসিবিসিসহ ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট কোর্টে মামলার পর বাংলাদেশের আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠান কোজেন ও' কনর বিবাদীদের নোটিশ দেয়। এর পর আরসিবিসি, অভিযুক্ত ব্যক্তি লরেঞ্জ ভি. টান, রাউল টান, সোলায়ের ক্যাসিনো, ইস্টার্ন হাওয়ায়ে এবং কিম অং - এই ৬ বিবাদী যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলাটি না চালানোর অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেন। তাদের আবেদনের বিষয়ে ২০২১ সালের ১৪ জুলাই এবং ১৪ অক্টোবর শুনানি হয়। ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল আংশিক রায় হয়। গত বছরের ১৩ জানুয়ারি মামলা না চালানোর আবেদন খারিজ করে দেন নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে গত বছরের ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আরসিবিসিসহ অন্যান্য বিবাদীদের মধ্যস্থতার নির্দেশ দেন স্টেট কোর্ট। সমঝোতার জন্য গত বছরের ২৭ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনে যায় বিএফআইইউপ্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাস ও ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসির নেতৃত্বে একটি দল। তবে সমঝোতা প্রক্রিয়ায় টাকা ফেরতে সাড়া দেয়নি আরবিসিবিসি।

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রকাশ: রবিবার, ০৩ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-১৬

প্রথম অফশোর ব্যাংকিং আইন হচ্ছে, সংসদে বিল

তপশিলি ব্যাংকগুলো অফশোর ব্যাংকিং করতে পারবে, বিদেশি ঋণদাতাদের হিসাব শুল্কমুক্ত হবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রথম বারের মতো দেশে অফশোর ব্যাংকিং আইন করতে যাচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে গতকাল শনিবার সংসদে 'অফশোর ব্যাংকিং বিল, ২০২৪' উত্থাপন করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। বিলটি পরীক্ষা করে এক দিনের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য তা অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। ফলে দ্বাদশ সংসদের চলতি প্রথম অধিবেশনেই বিলটি পাশ হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'অফশোর ব্যাংকিং আইন, ২০২৪' -এর খসড়ায় অনুমোদন দেওয়া হয়।

অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিদেশি উত্স থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় তহবিল সৃষ্টি হয় এবং প্রচলিত ব্যাংকিং আইনকানুনের বাইরে আলাদা আইনকানুনের মাধ্যমে এই তহবিল পরিচালিত হয় ও হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। স্থানীয় মুদ্রার বিপরীতে নির্ধারিত বৈদেশিক মুদ্রায় অফশোর ব্যাংকিংয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

দেশের তপশিলি ব্যাংকগুলোও অফশোর ব্যাংকিং করতে পারবে। এ বিষয়ে উত্থাপিত বিলে বলা হয়েছে, অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট তপশিলি ব্যাংক পর্ষদের অনুমোদিত নীতিমালা থাকতে হবে। তপশিলি ব্যাংকের অফশোর কার্যক্রমের জন্য পৃথক হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমোদনে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিট থেকে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে তহবিল স্থানান্তর করা যাবে। অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানতকারী বা বৈদেশিক ঋণদাতাদের হিসাব যে কোনো প্রকার শুল্কমুক্ত হবে বলেও বিলে উল্লেখ করা হয়।

আমানত ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিলে বলা হয়েছে, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড), অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্কগুলোর শতভাগ বিদেশি মালাকিনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমানত গ্রহণ করা যাবে। পাশাপাশি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম বা বিনিয়োগ, ঋণপত্র ও গ্যারান্টি সুবিধা প্রদান, বিল ডিসকাউন্টিং, বিল নেগোশিয়েটিং এবং অন্যান্য বৈদেশিক বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট বহিঃ লেনদেন সেবা দিতে পারবে। বিলে আরও বলা হয়েছে, অনিবাসী বাংলাদেশি, বিদেশি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট আমানত ও ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। প্রসঙ্গত, এত দিন আইন না থাকলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশে অফশোর ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু রয়েছে ১৯৮৫ সাল থেকে। পরে ২০১৯ সালে অফশোর ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

প্রকাশ: রবিবার, ০৩ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-১৪

মার্চে ঋণের সুদ ১৩.১১ শতাংশ

ভোক্তা ঋণের সুদহার ছাড়াল ১৪ শতাংশ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় কষ্টে আছে সাধারণ মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণহীন মূল্যস্ফীতি সামাল দিতে বাজারে টাকার সরবরাহ কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে সুদহার। বছরের তৃতীয় মাস মার্চে ঋণের সুদহার হচ্ছে ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ। তবে ভোক্তা ঋণের সুদহার পড়বে ১৪ দশমিক ১১ শতাংশ। যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ১২ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং ১৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ আর জানুয়ারিতে ছিল ১১ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং ভোক্তা ঋণের সুদহার ১২ দশমিক ৮৯ শতাংশ ছিল।

এখন যে পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ঋণের সুদহার নির্ধারিত হচ্ছে, তা হলো 'এসএমএআরটি' বা 'স্মার্ট' 'এসএমএআরটি' বা 'স্মার্ট' তথা সিক্স মান্থ মুভিং এভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল হিসেবে পরিচিত। প্রতি মাসের শুরুতে এই হার জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ছয় মাসের গড় সুদহার (স্মার্ট রেট) ছিল ৭ দশমিক ১০ শতাংশ, আগস্টে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বরে বেড়ে হয় ৭ দশমিক ২০ শতাংশ, অক্টোবরে ৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ, নভেম্বরে ৭ দশমিক ৭২ শতাংশ, ডিসেম্বরে ৮ দশমিক ১৪ শতাংশে, জানুয়ারিতে ছিল ৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ এবং সবশেষ ফেব্রুয়ারিতে স্মার্ট রেট প্রায় এক শতাংশ বেড়ে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশে উঠেছে।

ফেব্রুয়ারিতে স্মার্ট রেট বেড়ে যাওয়ায় ঋণের সুদহার মুদ্রানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখতে ঋণের সুদহার নির্ধারণের 'স্মার্ট' মার্জিন রেট দশমিক ২৫ শতাংশ কমিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার এক সার্কুলার জারি করে এ সুদহার কমানোর এ ঘোষণা দিয়েছে। যা ১ মার্চ থেকে কার্যকর হবে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন 'স্মার্ট' এর সঙ্গে ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে মার্জিন বা সুদ যোগ হবে যা এতদিন ছিল ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ও কৃষি ও পল্লী ঋণের 'স্মার্ট' হারের সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে মার্জিন যোগ হবে যা আগে ছিল ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসের 'স্মার্ট' হারের সঙ্গে এখন সর্বোচ্চ ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে মার্জিন বা সুদ যোগ করে মার্চে ঋণ দিতে পারবে ব্যাংকগুলো।

ফেব্রুয়ারিতে 'স্মার্ট' হারের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে মার্জিন বা সুদ যোগ করে মার্চে ঋণ দিতে পারবে ব্যাংক। সেই হিসাবে, ২০২৪ সালের তৃতীয় মাস মার্চে বড় অঙ্কের ঋণে সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ শতাংশ সুদ নিতে পারবে। প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ও কৃষি ও পল্লী ঋণের 'স্মার্ট' হারের সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে মার্জিন যোগ হবে। অর্থাৎ মার্চ মাসে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ এবং কৃষি ও পল্লী ঋণের সর্বোচ্চ সুদহার হবে ১৪ দশমিক ১১ শতাংশ। যা ফেব্রুয়ারিতে ১১ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং জানুয়ারিতে ছিল ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। তবে মার্চে ব্যক্তিগত ও গাড়ি কেনার ঋণে ব্যাংক সুদ নিতে পারবে ১৪ দশমিক ১১ শতাংশ। কারণ সিএমএসএমই, ব্যক্তিগত ও গাড়ি কেনার ঋণে অতিরিক্ত ১ শতাংশ তদারকি বা সুপারভিশন চার্জ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সাধারণত ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত ও ভোগ্যপণ্য যেমন গাড়ি কেনার ঋণ, আবাসন ঋণ, শিক্ষা ঋণসহ ফ্রিজ, টিভি কম্পিউটার ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য যে ঋণ নেওয়া হয়, মূলত এসব ভোক্তা ঋণ।

দৈনিক কালবেলা
আঁধার পেরিয়ে
03.03.2024 পাতা 12

ব্যাংকের প্রতি আস্থায় বাড়বে বীমা ব্যবসা

আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে গার্ডিয়ান লাইফের বীমা পণ্য বিক্রি শুরু। ব্যাংকের মাধ্যমেই বীমা করার সুযোগ পাবেন গ্রাহক। অর্থাৎ ব্যাংকের কর্মকর্তারাই বীমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন

আওতায় আসবে বেশি মানুষ

ব্যাংকাস্যুরেন্স চালু হলে বীমা খাতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে ৫টি ব্যাংককে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাংকের সঙ্গে ৪টি ভালো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যুক্ত হয়েছে

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ

মৃত্তিকা সাহা ▸▸

দীর্ঘদিন আলোচনার পর অবশেষে ব্যাংকাস্যুরেন্স বা ব্যাংকের মাধ্যমে বীমা পলিসি সেবা চালু হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের মাধ্যমেই বীমা করার সুযোগ পাবেন গ্রাহক। অর্থাৎ ব্যাংকের কর্মকর্তারাই বীমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন। মূলত এর মাধ্যমে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের যে আস্থা আছে, সেটাকে কাজে লাগিয়ে বীমা ব্যবসার প্রসার ঘটানো হবে। ফলে অনেক বেশি মানুষ বীমা সুবিধার আওতায় আসবে।

দেশে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের যে আস্থা আছে, বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তা ততটা নেই। এ কারণে ৮২টি বীমা কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও মানুষ বীমা সম্পর্কে এখনো ততটা সচেতন নয়। ব্যাংকাস্যুরেন্স চালু হওয়ায় বীমা খাতে গুণগত পরিবর্তন আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, ব্যাংকাস্যুরেন্সের মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তারা বীমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন। ফলে তারা তাদের গ্রাহকের কাছে যখন বীমা পণ্য বিক্রি করবেন, সেটার প্রতি গ্রাহকের আস্থা বাড়বে। এর মাধ্যমে বীমার গ্রাহকও বাড়বে। গ্রাহক নিজ অ্যাকাউন্ট থেকেই প্রিমিয়াম দিতে পারবেন। এতে কাজটা সহজ হবে। এ ছাড়া ব্যাংকের গ্রাহকরা সামর্থ্যবান হওয়ায় এসব বীমা বন্ধ হওয়ারও ঝুঁকি থাকবে না। সেইসঙ্গে বীমার প্রিমিয়াম আয় বেড়ে দ্বিগুণ,

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ৭ ▸ কলাম ১

ব্যাংকের প্রতি আস্থায় বাড়বে বীমা ব্যবসা

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

এমনকি তিনগুণও হতে পারে। তখন জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান এক লাফে ১ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ব্যাংকাস্যুরেন্স চালুর পর প্রাথমিকভাবে ভালো মানের পাঁচটি ব্যাংক ও চারটি বীমা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সিটি ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংক। আর চুক্তিবদ্ধ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স, মেটলাইফ ইন্স্যুরেন্স, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। গত শুক্রবার জাতীয় বীমা দিবসে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাংকাস্যুরেন্সের উদ্বোধন করেন। আজ রোববার সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে গার্ডিয়ান লাইফের বীমা পণ্য বিক্রি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন কালবেলাকে বলেন, মানুষ ব্যাংককে বিশ্বাস করে আর দেশের অধিকাংশ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ব্যাংকের শাখা রয়েছে। ফলে এসব গ্রাহকের মাঝে বীমা সুবিধা সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এতে অনেক বেশি গ্রাহক বীমা সুবিধার আওতায় আসবে এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষে ব্যাংকের মাধ্যমেই তারা তাদের প্রাপ্ত অর্থ পাবেন। এতে কোনো ধরনের ঝুঁকিও থাকবে না। এই কাজের জন্য আমরা প্রায় ২শর বেশি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণও দিয়েছি।

এরই মধ্যে ব্যাংকাস্যুরেন্স নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নীতিমালা জারি করেছে। 'ব্যাংকাস্যুরেন্স' নীতিমালায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কার্যরত তপশিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকাস্যুরেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৭(১)(ল) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে সব তপশিলি ব্যাংক বীমা কোম্পানির 'করপোরেট এজেন্ট' হিসেবে বীমা পণ্য বিপণন ও বিক্রয় ব্যবসা করতে পারবে। 'ব্যাংকাস্যুরেন্স' অর্থ ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে একটি অংশীদারত্ব ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট বীমা পণ্য বিপণন ও বিক্রয় করতে পারবে। এজন্য অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) থেকে করপোরেট এজেন্ট লাইসেন্স নিতে হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, যেসব ব্যাংকের মোট বিতরণ করা ঋণের ৫ শতাংশ খেলাপি, তারা 'ব্যাংকাস্যুরেন্স' বা বীমা ব্যবসা করতে পারবে না। একই সঙ্গে মূলধন সংকট, ক্রেডিট রেটিং গ্রেড ২ এর কম থাকা এবং টানা তিন বছর মুনাফা করতে পরছে না এমন ব্যাংক বীমা কোম্পানির এজেন্ট হওয়া বা ব্যবসা করতে পারবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৬১টি তপশিলি ব্যাংকের মধ্যে ৩৪টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫ শতাংশের বেশি। এসব ব্যাংক বীমার করপোরেট গ্রাহক হতে বাদ পড়বে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬টি এবং বিশেষায়িত ২টি ব্যাংকের খেলাপির কারণে গ্রাহক হতে পারবে না। অপরদিকে ২৭টি ব্যাংকের খেলাপি ৫ শতাংশের কম হওয়ায় গ্রাহক হতে পারবে। তবে শর্ত অনুযায়ী, শরিয়াহ ভিত্তিক মোট ১০ ব্যাংকের মধ্যে ৭টি এবং বিদেশি ৯টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি ব্যাংকাস্যুরেন্স হওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। এ ছাড়া ধারাবাহিকভাবে তিন বছরের মুনাফা করেছে এমন ব্যাংকের সংখ্যাও কম।

এতে আরও বলা হয়েছে, ব্যাংকাস্যুরেন্স চুক্তি সংশোধন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। বীমার পলিসি হোল্ডারের পরিষেবা পেতে ধারাবাহিক সহযোগিতা করবে বীমা কোম্পানিগুলো। বীমার গ্রাহক বীমার মেয়াদপূর্তিতে প্রাপ্য অর্থ যেন গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টি ব্যাংককেই নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংকের অনুকূলে বীমা পলিসি নবায়নের কমিশন চলমান থাকবে। প্রধান বীমা কর্মকর্তাকে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে। ব্যাংক অথবা বীমা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আর ব্যাংকাস্যুরেন্স ম্যানেজারকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। বীমার জন্য শাখা নেটওয়ার্ক, বিক্রয় নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল মাধ্যম বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। এ ছাড়া বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) কর্তৃক নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী বীমাকারী এবং ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কমিশন নির্ধারণ করবে।

জানতে চাইলে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নুল বারী কালবেলাকে বলেন, ব্যাংকাস্যুরেন্স চালু হলে বীমা খাতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে ৫টি ব্যাংককে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাংকের সঙ্গে ৪টি ভালো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যুক্ত হয়েছে। ব্যাংকাস্যুরেন্সের মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তারা বীমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে। ফলে তারা তাদের গ্রাহকের কাছে যখন বীমা পণ্য বিক্রি করবে তখন সেটার প্রতি গ্রাহকের আস্থা বাড়বে। এর মাধ্যমে বীমার গ্রাহকও বাড়বে। গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকেই প্রিমিয়ামও দিতে পারবে। এতে কাজটাও সহজ হবে। এ ছাড়া ব্যাংকের গ্রাহকরা সামর্থ্যবান হওয়ায় এসব বীমা বন্ধ হওয়ারও ঝুঁকি থাকবে না। সেই সঙ্গে জিডিপিতে বীমা খাতের অবদানও বাড়বে।

জানা গেছে, ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে ব্যাংকের মাধ্যমে জীবনবীমা পলিসি বিক্রি হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে এটি। প্রতিবেশী দেশ ভারতে এটি চালু হয় প্রায় তিন যুগ আগে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাও এতে সফল হয়েছে। অথচ ৬১টি ব্যাংক ও ৮২টি বীমা কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে দীর্ঘদিন আলোচনার পরে অবশেষে আলোর মুখ দেখছে ব্যাংকাস্যুরেন্স।

বণিক বার্তা
তথ্যই অগ্রগতি
03.03.2024 পাতা 01

পেমেন্ট সিস্টেমে চীনা মুদ্রার অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাড়তে পারে রাশিয়ার অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে পেমেন্ট ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার রিয়েল টাইম গ্রস সিস্টেম বা আরটিজিএসভিত্তিক অটোমেটেড ক্লিয়ারিংয়ে চীনা মুদ্রা ইউয়ান যুক্ত হয় গত মাসে। এতে বাংলাদেশের পক্ষে চীনের ক্রস বর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমে যুক্ত হওয়া আরো সহজ হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন করছেন রুশ পর্যবেক্ষক ও বাংলাদেশী বিশ্লেষকরা। বিষয়টি এখানকার অর্থনীতিতে রাশিয়ার অংশগ্রহণ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে বলে অভিমত তাদের

মো. সাইফুল ইসলাম

বাংলাদেশে ২০২৩ পঞ্জিকাবর্ষে ২৭ লাখ টন গম রফতানি করেছিল রাশিয়া। বর্তমানে দেশটি থেকে আরো গম আমদানির পরিকল্পনা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে মেরিটাইম গেটওয়ে। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ইউরেশীয় ইউনিয়নের (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জোট) বাইরের দেশগুলোর মধ্যে রুশ গমের তৃতীয় শীর্ষ রফতানি গন্তব্য হলো বাংলাদেশ। এছাড়া বাংলাদেশে দেশটি থেকে সার আমদানিও বাড়ছে বলে দাবি করেছেন রুশ কূটনীতিকরা।

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির প্রয়াস নিয়েছিল বাংলাদেশ। যদিও দেশের পরিশোধনাগারগুলোয় রুশ জ্বালানি তেল পরিশোধনের সক্ষমতা না থাকায় এখন তা সরাসরি আমদানি করা যাচ্ছে না। রুশ পর্যবেক্ষকদের দাবি, বাংলাদেশ এখন এ জ্বালানি তেল আমদানি করছে ভারত বা পশ্চিম এশিয়া থেকে পরিশোধন করে। এছাড়া দেশে গ্যাস খাতের অনুসন্ধান কার্যক্রমে রুশ কোম্পানি গ্যাজপ্রম যুক্ত রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে।

রুশ অর্থায়নে নির্মীয়মাণ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এখন প্রায় শেষের পথে। সবকিছু ঠিক থাকলে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ যুক্ত হতে পারে চলতি বছরেই। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রায় ৮৫ শতাংশ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম সুইফট থেকে বাদ পড়ে যায় রাশিয়া। দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে নানা ধরনের অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করে পশ্চিমা বিশ্ব। পেমেন্ট সমস্যার আও সমাধান না থাকায় রাশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একটি সমাধান মেলে মস্কোর মিত্র দেশ চীনের কাছ থেকে। রাশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য চালানোর বড় একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে চীনা পেমেন্ট ব্যবস্থা ক্রস বর্ডার

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

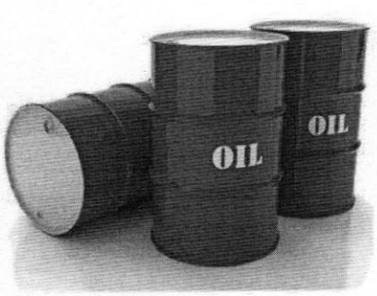

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির প্রয়াস নিয়েছিল বাংলাদেশ। যদিও দেশের পরিশোধনাগারগুলোর সক্ষমতা না থাকায় সরাসরি তা আমদানি করা যাচ্ছে না। রুশ পর্যবেক্ষকদের দাবি, বাংলাদেশ এখন এ জ্বালানি তেল আমদানি করছে ভারত বা পশ্চিম এশিয়া থেকে পরিশোধন করে

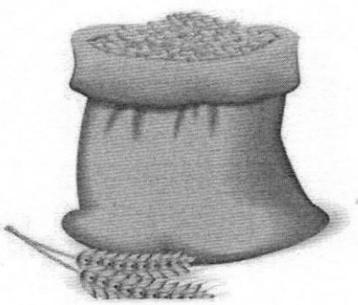

ইউরেশীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশগুলোর মধ্যে রুশ গমের তৃতীয় শীর্ষ রফতানি গন্তব্য হলো বাংলাদেশ। গত বছর এখানে ২৭ লাখ টন গম রফতানি করেছিল রাশিয়া। বর্তমানে দেশটি থেকে আরো গম আমদানির পরিকল্পনা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে মেরিটাইম গেটওয়ে

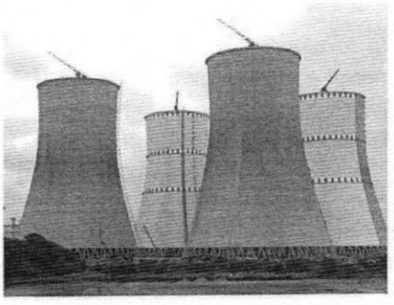

রুশ অর্থায়নে নির্মীয়মাণ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এখন প্রায় শেষের পথে। সবকিছু ঠিক থাকলে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ যুক্ত হতে পারে চলতি বছরেই। প্রকল্পের ৮৫% কাজ এরই মধ্যে শেষ বলে প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাড়তে

১ম পৃষ্ঠার পর

ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম (সিআইপিএস)।

বাংলাদেশে পেমেন্ট ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার রিয়েল টাইম গ্রস সিস্টেম বা আরটিজিএসভিত্তিক অটোমেটেড ক্লিয়ারিংয়ে চীনা মুদ্রা ইউয়ান যুক্ত হয় গত মাসে। এতে বাংলাদেশের পক্ষে চীনের ক্রস বর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমে যুক্ত হওয়া আরো সহজ হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন রুশ পর্যবেক্ষক ও বাংলাদেশী বিশ্লেষকরা। বিষয়টি এখানকার অর্থনীতিতে রাশিয়ার অংশগ্রহণ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে বলে অভিমত তাদের।

এ বিষয়ে নয়াদিল্লিভিত্তিক থিংকট্যাংক প্রতিষ্ঠান ওআরএফ ফাউন্ডেশনের গত ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক বিশেষজ্ঞ মতামতে রাশান একাডেমি অব সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো অ্যালেক্সেই জাখারভ লিখেছেন, 'বেইজিংয়ের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংযুক্তি ধরে রাখা অসম্ভব ছিল। কৃষি হোক বা জ্বালানি, বর্তমানে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার লেনদেনের বড় একটি অংশ সম্পাদিত হয় চীনের সিআইপিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে। চীনের আর্থিক অবকাঠামোর ব্যবহার বৃদ্ধি এখন এ অঞ্চলের রুশ অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোর লাইফলাইন হয়ে উঠেছে।'

বিষয়টি নিয়ে জানতে ঢাকার রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মাস্টিটস্কি গত ৭ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পর রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হলো বাংলাদেশ। এমনকি মহামারীকালেও তা বাধাগ্রস্ত হয়নি। ২০২১ সালে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের আকার দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৯৭ কোটি ডলারে। ২০২২ সালে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ওপর একতরফা বিধিনিষেধ আরোপ করে। উৎপাদন ও লজিস্টিকস চেইনে ব্যাঘাত ঘটার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশসহ বিদেশী অংশীদারদের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে বাণিজ্যের আকার কমে যায় ৬৪ কোটি ডলার। এবার তা ২০২১ সালের পর্যায়ে ফিরবে বলে প্রত্যাশা করার অনেক কারণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাশিয়া বাংলাদেশে গম ও সার রফতানি বাড়াচ্ছে। রুশ কোম্পানিগুলো এখন জিটুজির ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য ও ৫ লাখ টন পটাশিয়াম ক্লোরাইড রফতানি করতে প্রস্তুত।'

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অংশগ্রহণ বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরেই আগ্রহ প্রকাশ করছে রাশিয়া। ২০২২ সালের মে মাসে দেশটি জ্বালানি তেল বিক্রির জন্য প্রস্তাব নিয়ে আসে। সে সময় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে (বিপিসি) বিষয়টি নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এর সম্ভাব্যতা পর্যালোচনায় সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকেও নির্দেশনা দেয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেবার রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের নমুনা এনে বাংলাদেশে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডে (ইআরএল) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পরিশোধনাগারে রুশ জ্বালানি তেল পরিশোধন সম্ভব নয় বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে ইআরএলের টেকনিক্যাল কমিটি। পরে বিষয়টি রুশ জ্বালানি তেল সংস্থা রসনেফটকে জানিয়ে দেয়া হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে বাংলাদেশকে ১ হাজার ১৩৮ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে রাশিয়া। প্রকল্পটির সিংহভাগ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রকল্পের ৮৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দেশটির কূটনীতিকদের দাবি, রুশ বিনিয়োগকারীরা এখন বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করতেও আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ডিসেম্বরের ওই অনুষ্ঠানে রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, '২০২২ সালের পর থেকে বহু আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড রাশিয়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ অবস্থায় রুশ ব্যবসায়ী মহলগুলো এখন বাংলাদেশসহ সরবরাহের নতুন নতুন উৎস অনুসন্ধান করছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগ কয়েকশ কোটি ডলারে পৌঁছতে পারে।'

আলেক্সান্ডার মাস্টিটস্কি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে আইসিটি, ফার্মাসিউটিক্যালস, মহাকাশ প্রযুক্তি, ভূতাত্ত্বিক জরিপ, মেরিটাইম, রেলওয়ে ও আকাশ পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে যৌথ প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে রাশিয়ার কোম্পানিগুলো প্রস্তুত।'

রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা বিধিনিষেধের প্রেক্ষাপটে বিকল্প ব্যবস্থা চালুর কথা বলছেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনাকারী ব্যবসায়ীরা। কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিআইএস-বিসিসিআই) অনারারি অ্যাডভাইজর মাহবুব ইসলাম রুনু বণিক বার্তাকে বলেন, 'সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা ব্যাপক। সে সম্ভাবনা বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। স্যাংশনের ফলে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আমরা চাই একটা বিকল্প ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে চীন বা ভারত যেকোনো দেশ সহযোগী হতে পারে। সম্প্রতি মস্কোয় আমি বাংলাদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে চীনা ও ভারতীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আলাপ করেছি।'

ব্যাংকাররা বলছেন, চীনা পেমেন্ট ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে কতটা লাভবান হওয়া যাবে তা নির্ভর করছে বাংলাদেশ সেখানে রফতানি বাড়ানোর কতটা সুযোগ তৈরি করতে পারছে তার ওপর। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এ বিষয়ে বণিক বার্তাকে বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের ব্যবসা এখনো অব্যাহত আছে। আমাদের লেনদেন হচ্ছে পোল্যান্ড হয়ে। তাছাড়া ব্রিকস জোট এখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। জোটটি নিজস্ব মুদ্রা চালুর বিষয়ে অনেক দূর এগিয়েছে। অন্যদিকে জ্বালানি তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোও এখন নিজেদের মুদ্রায় লেনদেনের বিষয়ে একমত হচ্ছে। সুইফটের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে সিআইপিএস। তবে আরটিজিএসে ইউয়ানের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এখান থেকে বাংলাদেশ কতটা সুবিধা নিতে পারবে, তা নির্ভর করবে বাংলাদেশের এ মুদ্রানির্ভর রফতানি ভলিউমের ওপর।'

The Daily Star
Published: Sunday, 03 March 2024 Page: B1

Bangladesh to enjoy duty benefit until 2029 as WTO members allow extension

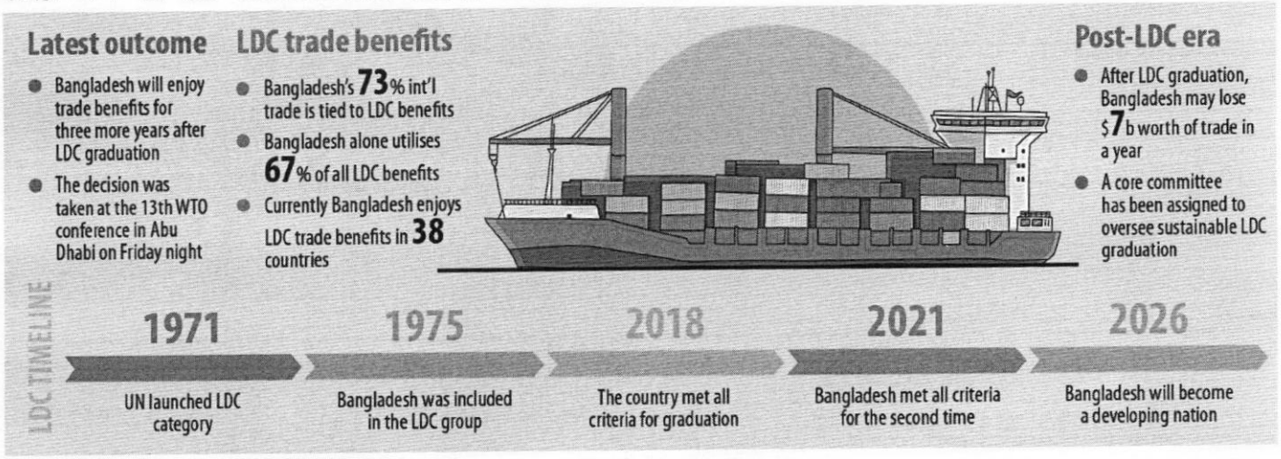

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh will keep enjoying duty-free market access for three more years after its graduation to a developing nation in 2026 as the extension was endorsed by 166 members of the World Trade Organisation (WTO) at its Ministerial Conference that concluded in Abu Dhabi on Friday night. "A member that graduates from the LDC category shall continue to be eligible for LDC-specific technical assistance and capacity-building provided under WTO's Technical Assistance and Training Plan for a period of three years after the date on which the decision of the UN General Assembly to graduate that member from the LDC category becomes effective," said the WTO.

After an intense negotiation for more than five days at the 13th WTO Ministerial Conference between February 26 and March 1, the member countries reached the consensus on the extension of the trade benefits for the LDCs (least-developed countries) that graduate. Bangladesh joined the LDC group in 1975 and is going to leave it on November 24 of 2026. And until Friday, there was uncertainty that the country would lose $7 billion worth of trade a year following the graduation because of the erosion of the preferential trade facility after graduation as suggested by various studies. That uncertainty is over until 2029.

The three-year extension came after the LDC group, chaired by Djibouti, applied to the WTO and other UN bodies in 2020 for the continuation of the market access to graduating LDCs for 12 more years as their economies were jolted by the severe fallout of the Covid-19 pandemic. The outbreak of the Russia-Ukraine war in February 2022, which hit hard the LDCs and the low-income countries, emerged as an even bigger blow for the group and made their demand more justifiable.

The WTO countries agreed to extend the trade benefit to the graduated LDCs at the 12th Ministerial Conference in Geneva in June 2022 although no time was specified at that time. The demand was considered in the WTO general council meeting on October 23 last year and the ministers have now endorsed the decision, said Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD), a think-tank in Bangladesh. "Since Bangladesh will obtain the LDC-related trade benefit even after graduation, it has created an opportunity for all other graduating LDCs as well," he said.

He said Bangladesh can now negotiate for trade benefits with the European Union, China, India, the UK, South Korea and other countries where it qualifies for the facility. Bangladesh, however, will not enjoy trade benefits in the US even though the American negotiator endorsed the extension. This is because the world's largest economy currently has no preferential duty programme for the LDCs. Bangladesh's international trade has grown mainly riding on the duty benefit under the LDC category. Currently, 73 percent of the country's shipments enjoy the LDC-linked market access, which has played a key role in making the nation the second-largest apparel supplier worldwide after China.

In fact, the country is the highest beneficiary of the duty-free trade benefit among 45 LDCs. CPD's Rahman said no decision on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) was taken at the summit. This means Bangladesh will not be eligible for the waiver of patents in producing pharmaceutical products after the transition. It was not immediately clear whether the EU would continue the benefit beyond what it usually grants to graduating LDCs following the latest development in Abu Dhabi.

The bloc gives a three-year grace period to a graduating LDC. This already guarantees Bangladesh the trade benefit up to 2029. Beyond supporting least-developed members, WTO members took a step towards improving the clear and effective implementation of special and differential treatment for all developing countries in the key areas of standards for market access," said the European Commission in a statement on Saturday. In Abu Dhabi, the member countries could not reach a consensus on some major issues like fisheries subsidies and public stockholding of food.

The Daily Star
Published: Sunday, 03 March 2024 Page: 12

BB RESERVE HEIST

NY court allows BB's case to proceed

Court dismissed a few charges against RCBC

STAFF CORRESPONDENT

The New York Supreme Court has allowed the case filed by Bangladesh Bank concerning the $81-million cyberheist in 2016 to proceed but dismissed several charges against Rizal Commercial Banking Corp (RCBC). The appellate division, the first judicial department of the Supreme Court of the State of New York, ruled to dismiss three causes of action -- conversion, aiding and abetting conversion, and conspiracy to commit conversion -- against the bank and all defendants associated with RCBC, reports the Philippines Daily Inquirer. It also dismissed the case against four RCBC defendants -- Ismael Reyes, Brigitte Capiña, Romualdo Agarrado, and Nestor Pineda -- due to a lack of personal jurisdiction.

The Inquirer report said that in a stock exchange filing on Friday, RCBC said it received a decision from the New York Supreme Court on February 29 this year. Now, the company is reportedly considering its next move. The original complaint in the state court, filed on May 27, 2020, was for the "conversion/ theft/ misappropriation; aiding and abetting the same; conspiracy to commit the same; fraud (against RCBC); aiding and abetting and conspiracy to commit fraud; conspiracy to commit trespass against chattels; unjust enrichment; and return of money received."

Without ruling on the case's merits, the court confirmed its jurisdiction over RCBC and the individual defendants in a decision on January 14, 2023. Bangladesh Bank had filed earlier cases to recover $81 million in stolen funds, which were allegedly lost to North Korean hackers. Some of the funds were allowed to be transacted via correspondent banks in New York before being wired to fictitious accounts with RCBC. RCBC had vowed to "defend the case vigorously" even after the New York court had dismissed its motion to dismiss.

On February 5, 2016, hackers stole $101 million from the Bangladesh Bank's account with the Federal Reserve Bank of New York using fake orders through the SWIFT payment system. Of the amount, $81 million was transferred to four RCBC accounts in Manila and the rest to a bank in Sri Lanka. The $81 million portion flowed through the Filipino financial system before disappearing in local casinos, where it was used to buy gaming chips.

The Bangladesh Bank then filed a lawsuit with the US District Court in Manhattan in 2019, accusing the RCBC of being involved in a massive conspiracy to steal the money. Bangladesh Bank executive director and spokesperson, Md Mezbaul Haque, and BB-appointed lawyer for the reserve heist case, Ajmalul Hossain QC, did not respond to phone calls till the filing of this report.

The Daily Star
Published: Sunday, 03 March 2024 Page: B3

Offshore banking bill placed in parliament

STAR BUSINESS REPORT

The Offshore Banking Bill 2024 was placed in parliament yesterday in a bid to enhance foreign exchange reserves and attract foreign investment. Finance Minister Abul Hassan Mahmood Ali placed the bill, which was sent to the Parliamentary Standing Committee on the Finance Ministry for further examination. The parliamentary watchdog was asked to submit its report within one day. As per the proposed law, individuals will be allowed to conduct offshore banking business only through scheduled banks operating in Bangladesh. A licence from Bangladesh Bank is required to conduct offshore banking. Scheduled banks which have already obtained this licence do not need to avail a new one.

As per the proposed law, if anyone keeps money in offshore accounts, no question will be raised regarding its source

As per the proposed law, non-resident individuals or foreign firms intending to invest in Bangladesh can open offshore bank accounts. Any relative of a Bangladeshi living abroad can open an account and manage the account as a supporter. Now, foreigners who deposit money under the internal banking system of Bangladesh need permission to remit the money from the country. But in the case of offshore banking, they can do it freely.

If anyone keeps money in offshore accounts, no question will be raised regarding its source.

The bill proposed that in the offshore banking business, interest or profits payable by the depositors or foreign lenders shall be exempt from direct and indirect taxes. Moreover, accounts of depositors or foreign lenders shall be exempt from all duty and levy. The offshore banking operations can be conducted with five currencies – the US dollar, the British pound sterling, the European Union's euro, the Japanese yen, and the Chinese yuan. The proposed law said there should be policies approved by the board of directors of scheduled banks in light of instructions passed by Bangladesh Bank for conducting offshore banking activities.

Separate books of account will have to be maintained for offshore operations of scheduled banks, which shall be used for verification of financial and other operations. Asset liability management guidelines of respective banks shall be applicable for offshore banking activities. Funds can be transferred from domestic banking units to offshore banking units with special approval of Bangladesh Bank, as per the proposed law. All funded and non-funded limits prescribed by Bangladesh Bank will be applicable for offshore banking business of scheduled banks. Submission of all types of reports as directed by Bangladesh Bank will also be applicable.

NEWAGE
Published: Sunday, 03 March 2024 Page: 10

Lending thru agent banking shoots up by 50pc

Staff Correspondent |

Loan disbursements through agent banking soared by 50 per cent against 20 per cent of deposits collection in the October to December period of 2023 compared with those in the same period in the previous year. According to Bangladesh Bank data, deposits' balance in agent banking outlets increased by 20.5 per cent to Tk 36,358 crore in October-December in 2023 from that of Tk 30,157 crore in the same period in 2022. It was Tk 35,200 crore in the July-September period. Loan disbursements through agent banking shot up by nearly 50 per cent to Tk 15,407 crore in October-December period in 2023 compared with that of Tk 10,307 crore in October-December in 2022.

It was Tk 14,192 crore in September, 2023. The volume of lending in the agent banking accounts and the volume of deposits through these accounts increased by 8.56 per cent and 3.29 per cent respectively from the previous quarter. The lending-to-deposit ratio indicates that agent banking window is serving banks' purpose of lending more than that of deposit collection, the BB report said. Since access to finance is one of the key challenges of financial inclusion, lending through agent banking is explicitly beneficial for rural customers in developing countries, the BB in its quarterly report said.

As of December 2023, rural customers received Tk 9,851.21 crore or 63.94 per cent of the total loan disbursed through agent banking channel, which was very much in line with the objective of the agent banking to enhance the rural people's access to finance. According to the central bank data, the number of accounts opened through agent banking reached 21,419,975. Of which 10,677,977 accounts (49.85 per cent) belong to female customers and 18,419,080 accounts (85.99 per cent) belong to customers in the rural areas.

It indicates that more female customers are coming forward to opening accounts and getting almost equal access to the financial services through agent banking compared with male customers, the BB report said. The highest number of accounts and the highest amount of balance were in the form of savings. Remittance collection through agents also increased in the reporting month. At the end of December 2023, Tk 6,640 crore remittance was disbursed through agent banking. In December 2023, the total number and amount of transactions through agent banking outlets were 9,402,863 and Tk 44,261 crore, respectively.

Agent banking is an alternative way to provide banking services to underprivileged population in the rural areas especially to those living in remote areas. The Bangladesh Bank introduced agent banking in 2013. Compared with the traditional banking system, it is a less costly system where customers are able to receive various banking services on a real-time basis from the platform through an agent, the BB in the report said. At present, 31 banks are operating agent banking activities in Bangladesh. Of them, the top five banks registered more than 70 per cent of the total outlets. As of December 2023, the total number of agents and outlets were 15,757 and 21,601 respectively.